

কেশী ও ব্যোমাসুর বধ

এই অধ্যায়ে অশ্ব-দানব কেশীর বিনাশ, নারদ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ লীলা সমূহের মহিমা কীর্তন এবং কৃষ্ণের ব্যোমাসুর বধ বর্ণনা করা হয়েছে।

কংসের নির্দেশে কেশী দানব এক বৃহদাকার অশ্বের রূপ ধারণ করে ব্রজে গমন করল। সে যখন এগিয়ে আসছিল, তখন তার উচ্চ হেয়ারবে সকল অধিবাসী আতঙ্কিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ যখন দানবকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি এগিয়ে এসে তাকে সামনে আসতে আহ্বান করলেন। কেশী কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হয়ে তার সামনের দুটি পা দিয়ে কৃষ্ণকে আঘাত করার চেষ্টা করল। কিন্তু কৃষ্ণ তার পা দুটি ধরে তাকে কয়েকবার ঘোরাতে ঘোরাতে অবশেষে শত ধনুক দূরে নিক্ষেপ করলেন। কেশী কিছু সময়ের জন্য অচেতন হয়ে পড়ে থাকল। দানবটি যখন আবার চেতনা ফিরে পেল, সে মুখ ব্যাদান করে পুনরায় ভয়ঙ্করভাবে কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল। ভগবান তখন তার বাম বাহুটিকে অশ্বাসুরের মুখের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিলেন এবং কেশী যখন বাহুটিকে দংশন করার চেষ্টা করল, সেটি তখন উত্তপ্ত লৌহ দণ্ডের মতো মনে হল। কৃষ্ণের বাহু আরও, আরও বর্ধিত হচ্ছিল আর অবশেষে দানবটির শ্বাসরুদ্ধ হল আর কেশী অত্যন্ত যন্ত্রণার মধ্যে তার প্রাণ ত্যাগ করল। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাহুটি সরিয়ে নিলেন। দানব বধের জন্য কোন প্রকার দণ্ড প্রদর্শন না করে তিনি শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তখন আকাশ হতে দেবতারা পুষ্পবর্ষণ এবং শ্রীকৃষ্ণের মহিমা স্তব করছিলেন।

কিছুক্ষণ বাদেই দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণ সমীপে আগমন করে বিভিন্নভাবে তাঁর ভবিষ্যৎ লীলা মহিমা স্তব, কীর্তন করে, তাঁকে প্রণাম করে প্রস্থান করলেন।

একদিন গোচারণকালে, কৃষ্ণ, বলরাম ও গোপবালকেরা লুকোচুরি খেলায় প্রবৃত্ত হলেন। কোনও বালক মেঘ সাজলেন, কোনও বালক চোর সাজলেন এবং অন্যান্যরা মেঘপালক সাজলেন। চোরেরা মেঘদের চুরি করলে পর মেঘপালকেরা মেঘদের অন্বেষণ করবে। এই খেলার সুযোগ গ্রহণ করে কংসের পাঠানো ব্যোম নামে এক অসুর গোপবালকের মতো নিজেকে সজ্জিত করে “চোর” পক্ষে যোগদান করল। সে একসঙ্গে কয়েকজন গোপবালককে অপহরণ করে এক পর্বতগুহায় নিক্ষেপ করে তাদের সেখানে রেখে প্রবেশপথটি প্রস্তরখণ্ড দিয়ে বন্ধ করে দিল। ধীরে ধীরে ব্যোমাসুর মাত্র চার-পাঁচ জন গোপবালক ছাড়া আর সকলকেই অপহরণ করল। দানবের কীর্তি দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ তার পশ্চাতে ধাবিত হয়ে তাকে ধরলেন এবং বলির পশুকে কেউ যেভাবে বধ করে, ঠিক সেইভাবেই তাকে বধ করলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

কেশী তু কংসপ্রহিতঃ খুরৈর্মহীং

মহাহয়ো নির্জরয়ন্ মনোজবঃ ।

সটাবধূতালবিমানসঙ্কুলং

কুর্বন্ নভো হেষিতভীষিতাখিলঃ ॥ ১ ॥

তং ত্রাসয়ন্তুং ভগবান্ স্বগোকুলং

তদ্বৈষিতৈর্বালবিঘূর্ণিতান্দ্রদম্ ।

আত্মানমাজৌ মৃগয়ন্তুমগ্রণীর

উপাহুয়ং স ব্যনদন্ মৃগেন্দ্রবৎ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; কেশী—কেশী নামক দৈত্য; তু—তখন; কংসপ্রহিতঃ—কংস দ্বারা প্রেরিত; খুরৈঃ—তার খুর দ্বারা; মহীম্—ভূমিতল; মহাহয়ঃ—বিশাল অশ্ব; নির্জরয়ন্—বিদীর্ণ করে; মনঃ—মনের মতো; জবঃ—গতি যার; সটা—কেশর; অবধূতা—সঞ্চালন করে; অল্র—মেঘ; বিমান—ও বিমানসমূহ (দেবতাদের); সঙ্কুলম্—সঙ্কীর্ণ; কুর্বন্—সমাগত হল; নভঃ—আকাশ; হেষিত—তার হেঁচা রবে; ভীষিত—ভীত; অখিলঃ—প্রত্যেকে; তম্—তাকে; ত্রাসয়ন্তুম্—ত্রাস সৃষ্টি করে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; স্ব-গোকুলম্—তঁার গোকুলের; তৎ-হেষিতৈঃ—সেই হেঁচার দ্বারা; বাল—পুচ্ছ দ্বারা; বিঘূর্ণিত—বিক্ষিপ্ত করে; অন্দ্রদম্—মেঘরাশি; আত্মানম্—নিজেকে; আজৌ—যুদ্ধার্থে; মৃগয়ন্তুম্—অন্বেষণরত; অগ্রণীঃ—স্বয়ং অগ্রসর হলেন; উপাহুয়ং—আহ্বান করলেন; সঃ—কেশী; ব্যনদন্—গর্জন করল; মৃগেন্দ্রবৎ—সিংহের মতো।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—কংস কর্তৃক প্রেরিত কেশী দানব বৃহদাকার অশ্বরূপে ব্রজে উপস্থিত হল। মনের গতিতে ধাবিত হয়ে সে তার খুর দিয়ে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করছিল। আকাশব্যাপী দেবতাগণের বিমান ও মেঘরাশিকে তার কেশর দ্বারা বিক্ষিপ্ত করে তার উচ্চ হেঁচাধ্বনি দ্বারা উপস্থিত সবাইকে সে আতঙ্কিত করছিল।

পরমেশ্বর ভগবান যখন দেখলেন যে, কিভাবে ভয়াবহ হেঁচাধ্বনি ও তার পুচ্ছ দ্বারা মেঘরাশিকে সঞ্চালিত করে দানব তঁার নিজ গোকুলকে ভীত করে

তুলেছে, তখন তিনি তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন। যুদ্ধ করার জন্য কেশী কৃষ্ণের অনুসন্ধান করছিল, তাই ভগবান যখন তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে তাকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করলেন, তখন অশ্বটি সিংহের মতো গর্জন করে সাড়া দিল।

শ্লোক ৩

স তং নিশাম্যাভিমুখো মুখেন খং
পিবন্নিবাভ্যদ্রবদত্যমর্ষণঃ ।

জঘান পদ্ভ্যামরবিন্দলোচনং

দুরাসদশ্চণ্ডজবো দুরত্যয়ঃ ॥ ৩ ॥

সঃ—কেশী; তম্—কৃষ্ণকে; নিশাম্য—দর্শন করে; অভিমুখঃ—তার সম্মুখে; মুখেন—তার মুখ দ্বারা; খম্—আকাশ; পিবন্—পান করার; ইব—মতো; অভ্যদ্রবৎ—তাঁর অভিমুখে ধাবিত হল; অতি-অমর্ষণঃ—অতি ক্রুদ্ধ হয়ে; জঘান—সে আক্রমণ করল; পদ্ভ্যাম্—তার দুই পায়ের দ্বারা; অরবিন্দলোচনম্—কমলনয়ন ভগবানকে; দুরাসদঃ—কারও কাছে পরাজয়ের অযোগ্য; চণ্ড—প্রচণ্ড; জবঃ—বেগশালী; দুরত্যয়ঃ—দুরতিক্রম।

অনুবাদ

তার সম্মুখে ভগবানকে দণ্ডায়মান দর্শন করে আকাশকে গলাধঃকরণের মতো মুখবাদান করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে কেশী তাঁর দিকে ধাবিত হল। প্রচণ্ড গতিতে দুরতিক্রম্য এবং কারও কাছে পরাজয়ের অযোগ্য অশ্বাসুর তার সামনের পা দুটি দিয়ে কমলনয়ন ভগবানকে আঘাত করার চেষ্টা করল।

শ্লোক ৪

তদ্বঞ্চয়িত্বা তমধোক্ষজো রুঘা

প্রগৃহ্য দোৰ্ভ্যাং পরিবিধ্য পাদয়োঃ ।

সাবজ্জমুৎসৃজ্য ধনুঃশতান্তরে

যথোরগং তাস্ক্যসুতো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

তৎ—সেই; বঞ্চয়িত্বা—পরিহার করে; তম্—তাকে; অধোক্ষজঃ—শ্রীকৃষ্ণ; রুঘা—ক্রুদ্ধ হয়ে; প্রগৃহ্য—ধারণ করে; দোৰ্ভ্যাম্—তাঁর দু'হাত দিয়ে; পরিবিধ্য—চতুর্দিকে ঘূর্ণন করে; পাদয়োঃ—তার পা দুখানি; স-অবজ্জম্—হেলায়; উৎসৃজ্য—নিষ্ক্ষেপ

করলেন; ধনুঃ—ধনুদৈর্ঘ্যের; শত—এক শত; অন্তরে—দূরত্বে; যথা—যেমন; উরগম্—সর্পকে; তাক্ষ্য—কর্দমমুনির; সুতঃ—পুত্র (গরুড়); ব্যবস্থিতঃ—দণ্ডায়মান থাকলেন।

অনুবাদ

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কেশীর আঘাত এড়িয়ে গিয়ে, ক্রুদ্ধভাবে তার হাত দিয়ে দানবের পা দুখানি ধরে চতুর্দিকে শূন্যে ঘূর্ণন করে শত ধনুক দূরত্বে হেলায় নিক্ষেপ করলেন, ঠিক যেমন গরুড় কোনও সাপকে নিক্ষেপ করে। অতঃপর ভগবান কৃষ্ণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

শ্লোক ৫

সঃ লঙ্কসংজ্ঞঃ পুনরুত্থিতো রুমা

ব্যাদায় কেশী তরসাপতঙ্করিম্ ।

সোহপ্যস্য বজ্রে ভুজমুত্তরং স্ময়ন্

প্রবেশয়ামাস যথোরগং বিলে ॥ ৫ ॥

সঃ—কেশী; লঙ্ক—ফিরে পেয়ে; সংজ্ঞঃ—চেতনা; পুনঃ—পুনরায়; উত্থিতঃ—উত্থিত হয়ে; রুমা—ক্রোধে; ব্যাদায়—মুখ ব্যাদান করে; কেশী—কেশী; তরসা—দ্রুত; অপতৎ—ধাবিত হল; হরিম্—কৃষ্ণের দিকে; সঃ—শ্রীকৃষ্ণ; অপি—এবং; অস্য—তার; বজ্রে—মুখগহ্বরে; ভুজম্—তীর বাহু; উত্তরম্—বাম; স্ময়ন্—হাসতে হাসতে; প্রবেশয়াম্ আস—স্থাপন করলেন; যথা—যেমন; উরগম্—সর্প; বিলে—গর্তে প্রবেশ করে।

অনুবাদ

চেতনা ফিরে পেয়ে ক্রুদ্ধভাবে উত্থিত হয়ে মুখ ব্যাদান করে সে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণের জন্য ধাবিত হল। কিন্তু ভগবান হাসতে হাসতে তীর বাম বাহু অশ্বের মুখের ভিতর প্রবেশ করালেন যেন অতি সহজেই একটি সর্প গর্তমধ্যে প্রবেশ করল।

শ্লোক ৬

দত্তা নিপেতুর্ভগবদ্ভুজস্পৃশস্

তে কেশিনস্তপ্তময়স্পৃশো যথা ।

বাহুশ্চ তদেহগতো মহাত্মনো

যথাময়ঃ সংববৃধে উপেক্ষিতঃ ॥ ৬ ॥

দন্তাঃ—দন্ত; নিপেতুঃ—পতিত হল; ভগবৎ—পরমেশ্বর ভগবানের; ভুজ—বাহু; স্পৃশঃ—স্পর্শ; তে—তারা; কেশিনঃ—কেশীর; তপ্তময়—তপ্ত লৌহের; স্পৃশঃ—স্পর্শের; যথা—ন্যায়; বাহুঃ—বাহু; চ—এবং; তৎ—কেশীর; দেহ—দেহ; গতঃ—মধ্যগত; মহাত্মনঃ—পরমাত্মার; যথা—মতো; আময়ঃ—রোগাবস্থার (বিশেষত, পেট ফাঁপা); সংবব্ধে—বৃহদাকারে বর্ধিত হচ্ছিল; উপেক্ষিতঃ—অবহেলিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের বাহু স্পর্শ করা মাত্র কেশীর দন্তসমূহ তৎক্ষণাৎ পতিত হল যেন সেই বাহুটি দানবের কাছে তপ্ত লৌহের ন্যায় মনে হচ্ছিল। কেশীর দেহের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের বাহু তখন উপেক্ষিত উদরস্বীতি রোগের ন্যায় বিরাটভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বর্ণনা করেছেন যে, যদিও শ্রীকৃষ্ণের বাহু নীল পদ্মের চেয়েও শীতল ও কোমল, কিন্তু কেশীর কাছে তা যেন বজ্র নির্মিত অত্যন্ত তপ্ত অনুভূত হয়েছিল।

শ্লোক ৭

সমেধমানেন স কৃষ্ণবাহুনা

নিরুদ্ধবায়ুশ্চরণাংশ্চ বিক্ষিপন্ ।

প্রস্বিন্নগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ

পপাত লণ্ডং বিসৃজন্ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ ॥ ৭ ॥

সমেধমানেন—ক্রমবর্ধমান; সঃ—সে; কৃষ্ণবাহুনা—শ্রীকৃষ্ণের বাহু দ্বারা; নিরুদ্ধ—রুদ্ধ হলে; বায়ুঃ—তার শ্বাস; চরণান্—তার পা দুটি; চ—এবং; বিক্ষিপন্—ইতস্তত নিক্ষেপ; প্রস্বিন্ন—ঘর্মাক্ত; গাত্রঃ—দেহে; পরিবৃত্ত—বিস্তৃত; লোচনঃ—নয়নে; পপাত—সে পতিত হল; লণ্ডম্—পুরীষ; বিসৃজন্—পরিত্যাগ করতে করতে; ক্ষিতৌ—ভূমিতে; ব্যসুঃ—প্রাণহীন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের ক্রমবর্ধমান বাহু সম্পূর্ণরূপে কেশীর শ্বাসরোধ করলে, সে ইতস্তত পদনিক্ষেপ করে, ঘর্মাক্ত কলেবরে, বিস্ফারিত নয়নে, পুরীষ ত্যাগ করতে করতে প্রাণহীন হয়ে ভূমিতে পতিত হল।

শ্লোক ৮

তদেহতঃ কৰ্কটিকাফলোপমাদ্

ব্যসোরপাকৃষ্য ভুজং মহাভুজঃ ।

অবিস্মিতোহযত্নহতারিকঃ সুরৈঃ

প্রসূনবর্ষেবিস্বষ্টিরীড়িতঃ ॥ ৮ ॥

তৎ-দেহতঃ—কেশীর দেহ থেকে; কৰ্কটিকা-ফল—কৰ্কটিকা ফল; উপমাৎ—
 অনুরূপ; ব্যসোঃ—বিগত প্রাণ; উপাকৃষ্য—আকর্ষণ করে নিলেন; ভুজম্—তাঁর বাহু;
 মহা-ভুজঃ—মহাবাহু ভগবান; অবিস্মিতঃ—গর্বহীন; অযত্ন—অনায়াসে; হত—বধ
 করেছেন; অরিকঃ—তাঁর শত্রু; সুরৈঃ—দেবতাদের দ্বারা; প্রসূন—পুষ্পের; বর্ষেঃ
 —বর্ষণ সহকারে; বিস্বষ্টি—যারা তার উপরে বর্ষণ করেছিলেন; ঈড়িতঃ—স্তব
 করলেন।

অনুবাদ

মহাবাহু কৃষ্ণ তখন কেশীর দেহমধ্য হতে দীর্ঘ কৰ্কটিকা ফলের ন্যায় তাঁর বাহু
 আকর্ষণ করে নিলেন। অনায়াসে তাঁর শত্রুকে বধ করা সত্ত্বেও গর্বশূন্য হয়ে
 ভগবান উপর থেকে দেবতাদের পুষ্প-বৃষ্টিরূপ পূজা গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৯

দেবর্ষিরূপসঙ্গম্য ভাগবতপ্রবরো নৃপ ।

কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্মাণং রহস্যেতদভাষত ॥ ৯ ॥

দেবর্ষিঃ—নারদ মুনি; উপসঙ্গম্য—আগমন করে; ভাগবত—ভগবৎ-ভক্ত; প্রবরঃ—
 শ্রেষ্ঠ; নৃপ—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণ; অক্লিষ্ট—ক্লেশ রহিত;
 কর্মাণম্—যার কার্যাবলী; রহসি—একান্তে; এতৎ—এই; অভাষত—বললেন।

অনুবাদ

হে রাজন, অতঃপর ভগবদ্ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ মুনি অক্লিষ্টকর্মা শ্রীকৃষ্ণের কাছে
 আগমন করে একান্তে তাঁকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

কংসের সঙ্গে কথা বলার পর নারদ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে গমন করেছিলেন। ভগবানের
 বৃন্দাবনলীলা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল এবং নারদ দেখতে চেয়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ
 মথুরায় লীলাসমূহ শুরু করুন।

শ্লোক ১০-১১

কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রমেয়াত্মন্ যোগেশ জগদীশ্বর ।

বাসুদেবাখিলাবাস সাত্বতাং প্রবর প্রভো ॥ ১০ ॥

ত্বমাত্মা সর্বভূতানামেকো জ্যোতিরিবৈধসাম্ ।

গূঢ়ো গুহ্যশয়ঃ সাক্ষী মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ; অপ্রমেয়-আত্মন্—হে অজ্ঞেয়স্বরূপ; যোগ-ঈশ—হে সকল যোগ শক্তির মূল; জগৎ-ঈশ্বর—হে জগন্নাথ; বাসুদেব—হে বসুদেবপুত্র; অখিল-আবাস—হে সর্বজীবের আশ্রয়; সাত্বতাম্ প্রবর—হে যাদবশ্রেষ্ঠ; প্রভো—হে প্রভু; ত্বম্—আপনি; আত্মা—পরমাত্মা; সর্বভূতানাম্—সকল জীবের; একঃ—এক; জ্যোতিঃ—অগ্নি; ইব—মতো; এধসাম্—কাষ্ঠ মধ্যস্থ; গূঢ়ঃ—গুপ্ত; গুহ্যশয়ঃ—বুদ্ধিরও অগোচর; সাক্ষী—সাক্ষী; মহা-পুরুষঃ—পরমেশ্বর ভগবান; ঈশ্বরঃ—পরম নিয়ন্তা।

অনুবাদ

(নারদ মুনি বললেন—) হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, অজ্ঞেয় স্বরূপ, যোগেশ, জগন্নাথ! হে বাসুদেব, সর্বজীবাশ্রয়, যাদবশ্রেষ্ঠ! হে প্রভু, আপনি কাষ্ঠমধ্যে গুপ্ত বহির মতো হৃদয় অভ্যন্তরে অদৃশ্যভাবে আসীন সর্বজীবের পরমাত্মা। আপনি সর্বসাক্ষী, মহাপুরুষ ও পরম নিয়ন্তা স্বরূপ।

শ্লোক ১২

আত্মনা আশ্রয়ঃ পূর্বং মায়ায়া সসৃজে গুণান্ ।

তৈরিদং সত্যসঙ্কল্পঃ সৃজস্যৎস্যবসীশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

আত্মনা—আপনার আত্ম-শক্তি দ্বারা; আত্মআশ্রয়ঃ—আত্মার আশ্রয়; পূর্বম্—আদিতে; মায়ায়া—আপনার মায়াশক্তি দ্বারা; সসৃজে—আপনি সৃষ্টি করেছেন; গুণান্—জড়া প্রকৃতির মূল গুণসমূহ; তৈঃ—যার মাধ্যমে; ইদম্—এই (ব্রহ্মাণ্ড); সত্য—সত্য; সঙ্কল্পঃ—ইচ্ছাসমূহ; সৃজসি—সৃষ্টি করেন; অৎসি—সংহার করেন; অবসি—ও পালন করেন; ঈশ্বরঃ—নিয়ন্তা।

অনুবাদ

আপনি সর্ব আত্মার আশ্রয় এবং পরম নিয়ন্তারূপে কেবলমাত্র আপনার ইচ্ছার দ্বারাই আপনি আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। আপনার মায়াশক্তি দ্বারা আদিতে আপনি জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ প্রকাশ করেছেন এবং তাদের মাধ্যমেই আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও পরে বিনাশ সাধন করে থাকেন।

শ্লোক ১৩

স ত্বং ভূধরভূতানাং দৈত্যপ্রমথরক্ষসাম্ ।

অবতীর্ণো বিনাশায় সাধুনাং রক্ষণায় চ ॥ ১৩ ॥

সঃ—স্বয়ং; ত্বম্—আপনি; ভূ-ধর—নরপতি রূপে; ভূতানাম্—বর্তমান; দৈত্য-প্রমথ-
রক্ষসাম্—বিভিন্ন ধরনের অসুরদের; অবতীর্ণঃ—আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন;
বিনাশায়—বিনাশের জন্য; সাধুনাম্—সাধুগণের; রক্ষণায়—রক্ষার জন্য;
চ—এবং।

অনুবাদ

নরপতিরূপে, দৈত্য, প্রমথ ও রাক্ষস রূপে বিরাজমান বিভিন্ন অসুরদের সংহার
করে সাধুজনের রক্ষার জন্যই আপনি সেই একই শ্রুতি এখন এই পৃথিবীতে
অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্লোক ১৪

দিষ্ট্যা তে নিহতো দৈত্যো লীলয়ায়ং হয়াকৃতিঃ ।

যস্য হেযিতসম্ভ্রস্তাস্ত্যজস্ত্যনিমিষা দিবম্ ॥ ১৪ ॥

দিষ্ট্যা—ভাগ্যক্রমে (আমাদের); তে—আপনার দ্বারা; নিহতঃ—বধ হয়েছে; দৈত্যঃ
—অসুর; লীলয়া—অবলীলায়; অয়ম্—এই; হয়-আকৃতিঃ—অশ্বরূপী; যস্য—যার;
হেযিত—হেযাধ্বনির দ্বারা; সম্ভ্রস্তাঃ—ভীত হয়ে; ত্যজস্তি—পরিত্যাগ করতেন;
অনিমিষাঃ—দেবতাগণ; দিবম্—স্বর্গ।

অনুবাদ

অশ্বরূপী অসুর এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে, তার হেযাধ্বনিতে ভীত হয়ে দেবতারা
তাঁদের স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করছিলেন। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আপনি
তাকে বিনাশের ক্রীড়া উপভোগ করেছেন।

শ্লোক ১৫-২০

চাণুরং মুষ্টিকং চৈব মল্লানন্যাংশ্চ হস্তিনম্ ।

কংসং চ নিহতং দ্রক্ষ্যে পরশ্বোহহনি তে বিভো ॥ ১৫ ॥

তস্যানু শঙ্খযবনমুরাণাং নরকস্য চ ।

পারিজাতাপহরণমিন্দ্রস্য চ পরাজয়ম্ ॥ ১৬ ॥

উদ্ধাহং বীরকন্যানাং বীর্যশুদ্ধাদিলক্ষণম্ ।

নৃগস্য মোক্ষণং শাপাদ্ দ্বারকায়াং জগৎপতে ॥ ১৭ ॥

স্যমন্তকস্য চ মণেরাদানং সহ ভাৰ্যয়া ।

মৃতপুত্রপ্রদানং চ ব্রাহ্মণস্য স্বধামতঃ ॥ ১৮ ॥

পৌণ্ড্রকস্য বধং পশ্চাৎ কাশিপুৰ্যাশ্চ দীপনম্ ।

দন্তবক্রস্য নিধনং চৈদ্যস্য চ মহাক্রতো ॥ ১৯ ॥

যানি চান্যানি বীৰ্যানি দ্বারকামাবসন্ ভবান্ ।

কর্তা দ্রক্ষ্যাম্যহং তানি গেয়ানি কবিভিৰ্ভুবি ॥ ২০ ॥

চাগুরম্—চাগুর; মুষ্টিকম্—মুষ্টিক; চ—এবং; এব—ও; মল্লান্—মল্লগণ; অন্যান্—অন্যান্য; চ—এবং; হস্তিনম্—হস্তী (কুবলয়াপীড়); কংসম্—রাজা কংস; চ—এবং; নিহতম্—নিহত; দ্রক্ষে—আমি দেখব; পরশ্বঃ—পরশুদিন; অহনি—ঐদিন; তে—আপনার দ্বারা; বিভো—হে সর্বশক্তিমান ভগবান; তস্য অনু—অতঃপর; শঙ্খ-যবনমুরাণাম্—শঙ্খ (পঞ্চজন্য), কালযবন ও মুর অসুরগণের; নরকস্য—নরকাসুরের; চ—আরও; পারিজাত—স্বর্গের পারিজাত ফুল; অপহরণম্—অপহরণ; ইন্দ্রস্য—ইন্দ্রের; চ—এবং; পরাজয়ম্—পরাজয়; উদ্বাহম্—বিবাহ; বীর—বীর রাজাদের; কন্যানাম্—কন্যাদের; বীৰ্য—বীরত্বরূপ; শুক্ল—নববধূর বিনিময়ে প্রদত্ত; আদি—ইত্যাদি; লক্ষণম্—বৈশিষ্ট্য; নৃগস্য—রাজা নৃগের; মোক্ষণম্—উদ্ধার; শাপাৎ—অভিশাপ হতে; দ্বারকায়াম্—দ্বারকা নগরে; জগৎপতে—হে জগৎপতি; স্যমন্তকস্য—স্যমন্তক নামক; চ—এবং; মণেঃ—মণির; আদানম্—গ্রহণ; সহ—সহ; ভাৰ্যয়া—পত্নী (জাম্ববতী); মৃত—মৃত; পুত্র—পুত্রের; প্রদানম্—এনে দেওয়া; চ—এবং; ব্রাহ্মণস্য—ব্রাহ্মণের; স্ব-ধামতঃ—আপনার স্বীয় ধাম (অর্থাৎ যমালয় থেকে); পৌণ্ড্রকস্য—পৌণ্ড্রকের; বধম্—বধ; পশ্চাৎ—পরে; কাশিপুৰ্যাঃ—কাশী নগরীর (বেনারস); চ—এবং; দীপনম্—দাহ; দন্তবক্রস্য—দন্তবক্রের; নিধনম্—বধ; চৈদ্যস্য—চৈদ্যর (শিশুপাল); চ—এবং; মহাক্রতো—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বিপুল রাজসূয় যজ্ঞের সময়; যানি—যে সকল; চ—এবং; অন্যানি—অন্যান্য; বীৰ্যানি—বীরত্বপূর্ণ কর্ম; দ্বারকাম্—দ্বারকায়; আবসন্—বাস করে; ভবান্—আপনি; কর্তা—সম্পাদন করবেন; দ্রক্ষ্যামি—দেখব; অহম্—আমি; তানি—তাদের; গেয়ানি—কীর্তন করবেন; কবিভিঃ—কবিগণও; ভুবি—এই পৃথিবীতে।

অনুবাদ

আর দুদিনের মধ্যেই, হে সর্বশক্তিমান ভগবান, চাগুর, মুষ্টিক ও অন্যান্য মল্লগণকে সেই কুবলয়াপীড় হস্তী ও রাজা কংস সহ আপনার হাতে নিহত হতে দেখব। এরপর আমি আপনাকে কালযবন, মুর, নরক এবং শঙ্খাসুরকে বধ করতে দেখব।

এবং আমি আপনাকে, ইন্দ্রকে পরাজিত করে পারিজাত ফুলও হরণ করতে দর্শন করব। অতঃপর আমি দর্শন করব যে, বীরত্বরূপ শুক্লের বিনিময়ে বীর রাজাদের কন্যাগণকে আপনি বিবাহ করছেন। তারপর, আপনি দ্বারকায় রাজা নৃগকে অভিশাপ থেকে উদ্ধার করবেন এবং আপনার জন্য আরো এক পত্নী (জাম্ববতী) সহ স্যমন্তক মণি গ্রহণ করবেন। আপনার সেবক যমরাজের আলায় থেকে আপনি এক ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রকে ফিরিয়ে আনবেন আর তারপর আপনি পৌণ্ড্রককে বধ করবেন, কাশী নগরী দাহ করবেন, দম্ববক্রের বিনাশ করবেন ও বিশাল রাজসূয় যজ্ঞের সময় চেদি-রাজকে বধ করবেন। আপনার দ্বারকায় বাসের সময় অন্যান্য আরো কর্ম যা আপনি সম্পাদন করবেন সেই সঙ্গে এই সমস্ত বীরত্ব-লীলাসমূহও আমি দর্শন করব। দিব্য কবিগণের গানে এই সকল লীলা পৃথিবীতে কীর্তিত হয়ে থাকে।

শ্লোক ২১

অথ তে কালরূপস্য ক্ষপয়িষেগরমুখ্য বৈ ।

অক্ষৌহিণীনাং নিধনং দ্রক্ষ্যাম্যর্জুনসারথেঃ ॥ ২১ ॥

অথ—অতঃপর; তে—আপনার দ্বারা; কাল-রূপস্য—কাল-রূপী; ক্ষপয়িষেগঃ—বিনাশক; অমুখ্য—বিশ্বের (ভার); বৈ—নিশ্চিত; অক্ষৌহিণীনাম্—সমগ্র সেনাদের; নিধনম্—নিধন করবেন; দ্রক্ষ্যামি—আমি দর্শন করব; অর্জুন-সারথেঃ—অর্জুনের সারথিরূপে।

অনুবাদ

পরবর্তীকালে, ভূভার হরণের জন্য অর্জুনের সারথিরূপে সমগ্র অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশক কালরূপী আপনাকে আমি দর্শন করব।

শ্লোক ২২

বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া

সমাপ্তসর্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্ ।

স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়া

গুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি ॥ ২২ ॥

বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধ; বিজ্ঞান—দিব্যচেতনা; ঘনম্—পূর্ণ; স্ব-সংস্থয়া—পরমানন্দ স্বরূপে; সমাপ্ত—প্রাপ্ত হচ্ছেন; সর্ব—সকল; অর্থম্—বিষয়; অমোঘ—অপ্রতিহত;

বাঞ্ছিতম্—ইচ্ছা সকল; স্ব-তেজসা—নিজ শক্তি দ্বারা; নিত্য—নিত্য; নিবৃত্ত—প্রতিহত; মায়া—মায়াময়, জড়া শক্তি; গুণ—গুণ; প্রবাহম্—প্রবাহ; ভগবন্তম্—পরমেশ্বর ভগবান; ঈমহি—শরণ গ্রহণ করছি।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনার আশ্রয়ের জন্য আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করছি। আপনি বিশুদ্ধ দিব্যচেতনা পূর্ণ পরমানন্দ স্বরূপে সর্বদা অবস্থান করেন। যেহেতু আপনার ইচ্ছা অপ্রতিহত তাই সকল অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হন এবং আপনার চিৎ শক্তির প্রভাবে মায়াময় গুণপ্রবাহ থেকে আপনি নিত্যত পৃথক অবস্থান করেন।

শ্লোক ২৩

ত্বামীশ্বরং স্বাশ্রয়মাত্মমায়য়া

বিনির্মিতাশেষবিশেষকল্পনম্ ।

ক্ৰীড়ার্থমদ্যাত্তমনুষ্যবিগ্রহং

নতোহস্মি ধূর্যং যদুবৃষিঃসাত্ত্বতাম্ ॥ ২৩ ॥

ত্বাম্—আপনাকে; ঈশ্বরম্—পরম নিয়ন্তা; স্ব-আশ্রয়ম্—স্বতন্ত্র; আত্ম—নিজ; মায়য়া—মায়াশক্তি দ্বারা; বিনির্মিত—রচিত; অশেষ—অসীম; বিশেষ—নির্দিষ্ট; কল্পনম্—পরিকল্পনা; ক্ৰীড়া—ক্ৰীড়ার; অর্থম্—জন্য; অদ্য—এখন; আত্ম—অঙ্গীকৃত; মনুষ্য—মানুষের মধ্যে; বিগ্রহম্—যুদ্ধ; নতঃ—প্রণাম করি; অস্মি—আমি; ধূর্যম্—শ্রেষ্ঠতম; যদু-বৃষিঃ-সাত্ত্বতাম্—যদু, বৃষি ও সাত্ত্বত বংশের মধ্যে।

অনুবাদ

আপনি পরম নিয়ন্তা, স্বাশ্রয়, আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। আপনার নিজ শক্তি দ্বারা এই প্রপঞ্চের অগণিত পরিকল্পনা বিশেষ রচনা করেন। এখন আপনি মানবিক যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণে মনস্থ করে যদু, বৃষি ও সাত্ত্বতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বীররূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ২৪

শ্রীশুক উবাচ

এবং যদুপতিং কৃষ্ণং ভাগবতপ্রবরো মুনিঃ ।

প্রণিপত্যাভ্যনুজ্ঞাতো যযৌ তদদর্শনোৎসবঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; এবম্—এইভাবে; যদু-পতিম্—যদুপতি; কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণকে; ভাগবত-প্রবরঃ—ভক্তশ্রেষ্ঠ; মুনিঃ—নারদ মুনি; প্রণিপত্য—

ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করে; অভ্যনুজ্ঞাতঃ—তঁার (ভগবানের) অনুজ্ঞাক্রমে; যযৌ—গমন করলেন; তৎ—তঁার, কৃষ্ণের; দর্শন—দর্শনে; উৎসবঃ—মহা-আনন্দিত।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে যদুপতি ভগবান কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে স্তব নিবেদন করে নারদ অবনত হয়ে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করার পরমানন্দ অনুভব করতে করতে, ভগবানের অনুজ্ঞাক্রমে প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ২৫

ভগবানপি গোবিন্দো হত্বা কেশিনমাহবে ।

পশূনপালয়ৎ পালৈঃ প্রীতৈর্ব্রজসুখাবহঃ ॥ ২৫ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অপি—ও; গোবিন্দঃ—গোবিন্দ; হত্বা—বধ করে; কেশিনম্—কেশী দানবকে; আহবে—যুদ্ধে; পশূন্—পশুগণকে; অপালয়ৎ—পালন করছিলেন; পালৈঃ—গোপবালকগণের সঙ্গে একত্রে; প্রীতৈঃ—সন্তুষ্টচিত্ত; ব্রজ—ব্রজবাসীগণের; সুখ—সুখ; আবহঃ—আনয়নকারী।

অনুবাদ

কেশী দানবকে যুদ্ধে বধ করার পর পরমেশ্বর ভগবান তাঁর আনন্দিত গোপবালক সহচরগণের সঙ্গে গাভী ও অন্যান্য পশুদের পালন করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি সকল বৃন্দাবনবাসীর জন্য সুখ আনয়ন করলেন।

শ্লোক ২৬

একদা তে পশূন্ পালাশ্চারয়ন্তোহদ্রিসানুষু ।

চক্রুর্নিলায়নক্রীড়াশ্চোরপালাপদেশতঃ ॥ ২৬ ॥

একদা—একদিন; তে—তঁারা; পশূন্—পশুদের; পালাঃ—গোপবালকগণ; চারনতঃ—চারণ করতে করতে; অদ্রি—পর্বতের; সানুষু—তটদেশে; চক্রুঃ—তঁারা শুরু করলেন; নিলায়ন—“চুরি করে লুকানো”র; ক্রীড়াঃ—ক্রীড়া; চোর—চোরের; পাল—রক্ষকের; অপদেশতঃ—অভিনয় করে।

অনুবাদ

একদিন গোপবালকেরা যখন পর্বতের তটভাগে তাঁদের পশুদের চারণ করছিলেন, তখন চোর ও পশুপালকের ভূমিকায় অভিনয় করে তঁারা ‘চুরি করে লুকানো’র খেলা খেলতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২৭

তত্রাসন্ কতিচিচ্চোরাঃ পালাশ্চ কতিচিন্মপ ।

মেঘায়িতাশ্চ তত্রৈকে বিজহুরকুতোভয়াঃ ॥ ২৭ ॥

তত্র—যেখানে; আসন্—ছিল; কতিচিৎ—কেউ কেউ; চোরাঃ—চোর; পালাঃ—পশুপালক; চ—এবং; কতিচিৎ—কেউ কেউ; ন্মপ—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); মেঘায়িতাঃ—মেঘরূপে অভিনয়কারী; চ—এবং; তত্র—সেখানে; একে—তাদের কয়েকজন; বিজহুঃ—খেলা করতে লাগলেন; অকুতঃ-ভয়াঃ—নির্ভয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন, ঐ খেলায় কেউ চোর, কেউ মেঘপালক এবং অন্যান্যরা মেঘ রূপে অভিনয় করছিলেন। তাঁরা আনন্দে ও নির্ভয়ে তাঁদের খেলা খেলছিলেন।

শ্লোক ২৮

ময়পুত্রো মহামায়ো ব্যোমো গোপালবেষধৃক্ ।

মেঘায়িতানপোবাহ প্রায়শ্চোরাযিতো বহুন্ ॥ ২৮ ॥

ময়-পুত্রঃ—ময় দানবের এক পুত্র; মহা-মায়ঃ—মহা মায়াবী; ব্যোমঃ—ব্যোম নামক; গোপাল—গোপ বালকের; বেষ—ছদ্মবেশ; ধৃক্—ধারণ করে; মেঘায়িতান্—যারা মেঘের অভিনয় করছিলেন; অপোবাহ—সে দূরে নিয়ে যাচ্ছিল; প্রায়ঃ—প্রায় সবাইকে; চোরাযিতঃ—চোর রূপে খেলার ভান করে; বহুন্—বহু।

অনুবাদ

ব্যোম নামক ময় দানবের এক মহা মায়াবী পুত্র তখন গোপবালকের ছদ্মবেশে সেখানে অবতীর্ণ হল। চোর রূপে খেলায় যোগদান করার ভান করে সে মেঘরূপে অভিনয়কারী অধিকাংশ গোপবালককে চুরি করতে লাগল।

শ্লোক ২৯

গিরিদর্যাং বিনিক্ষিপ্য নীতং নীতং মহাসুরঃ ।

শিলয়া পিদধে দ্বারং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ ॥ ২৯ ॥

গিরি—পর্বতের; দর্যাম্—একটি গুহায়; বিনিক্ষিপ্য—নিষ্ক্ষেপ করে; নীতম্ নীতম্—ধীরে ধীরে তাঁদের আনয়ন করে; মহা-অসুরঃ—মহা দানব; শিলয়া—শিলাখণ্ড দ্বারা; পিদধে—সে বন্ধ করে দিচ্ছিল; দ্বারম্—প্রবেশপথ; চতুঃ-পঞ্চ—চার কিন্না পাঁচ; অবশেষিতাঃ—অবশিষ্ট ছিল।

অনুবাদ

ধীরে ধীরে সেই মহাদানব আরও এবং আরও গোপবালককে অপহরণ করে এক পর্বতের গুহায় নিক্ষেপ করে তা প্রস্তরখণ্ড দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মেঘ রূপে অভিনয়কারী আর চার বা পাঁচজন মাত্র বালক খেলায় অবশিষ্ট ছিলেন।

শ্লোক ৩০

তস্য তৎ কৰ্ম বিজ্ঞায় কৃষ্ণঃ শরণদঃ সতাম্ ।

গোপান্ নয়ন্তুং জগ্রাহ বৃকং হরিরিবৌজসা ॥ ৩০ ॥

তস্য—তার, ব্যোমাসুরের; তৎ—সেই; কৰ্ম—কর্ম; বিজ্ঞায়—সম্পূর্ণ অবগত হয়ে; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; শরণ—আশ্রয়; দঃ—প্রদাতা; সতাম্—সাধু ভক্তগণের; গোপান্—গোপবালকদের; নয়ন্তুং—হরণকারী; জগ্রাহ—তিনি ধারণ করলেন; বৃকং—নেকড়ে বাঘকে; হরিঃ—সিংহ; ইব—যেমনিভাবে; ওজসা—বলপূর্বক।

অনুবাদ

সাধু ভক্তগণের আশ্রয় প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ, ব্যোমাসুর যা করছিল তা সম্পূর্ণত অবগত হয়ে, যে সময়ে সে আরও গোপবালককে নিয়ে যাচ্ছিল তখন, সিংহ যেমনিভাবে নেকড়ে বাঘকে ধারণ করে, তেমনিভাবে বলপূর্বক দানবকে ধরলেন।

শ্লোক ৩১

স নিজং রূপমাস্থায় গিরীন্দ্রসদৃশং বলী ।

ইচ্ছন্ বিমোক্তুমাত্মানং নাশক্লোদ্ গ্রহণাতুরঃ ॥ ৩১ ॥

সঃ—সে, দানব; নিজম্—তার নিজের; রূপম্—রূপ; আস্থায়—ধারণ করে; গিরি-
ইন্দ্র—রাজকীয় পর্বত; সদৃশম্—সদৃশ; বলী—বলশালী; ইচ্ছন্—চেয়েছিল;
বিমোক্তুম্—মুক্ত করতে; আত্মানম্—নিজেকে; ন অশক্লোৎ—সে সমর্থ হয়নি;
গ্রহণ—বলপূর্বক ধারণ দ্বারা; আতুরঃ—দুর্বল হয়ে পড়ল।

অনুবাদ

দানব তখন তার বিশাল পর্বতসদৃশ বিরাট ও বলশালী নিজ রূপে পরিবর্তিত হল। কিন্তু নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা কবলেও ভগবানের দৃঢ় মুষ্টির ধারণে দুর্বল হয়ে পড়ে, সে তা করতে সমর্থ হল না।

শ্লোক ৩২

তং নিগৃহ্যাচ্যুতো দোৰ্ভ্যাং পাতয়িত্বা মহীতলে ।

পশ্যতাং দিবি দেবানাং পশুমারমমারয়ৎ ॥ ৩২ ॥

তম্—তাকে; নিগৃহ্য—পীড়িত করে; অচ্যুতঃ—শ্রীকৃষ্ণ; দোৰ্ভ্যাম্—তাঁর দুই বাহুর দ্বারা; পাতয়িত্বা—তাকে পতিত করে; মহীতলে—ভূতলে; পশ্যতাম্—তাদের দর্শনের সময়; দিবি—স্বর্গস্থ; দেবানাম্—দেবতাদের; পশু-মারম্—যেভাবে যজ্ঞের পশুকে বধ করা হয়; অমারয়ৎ—তিনি তাকে বধ করলেন।

অনুবাদ

ভগবান অচ্যুত ব্যোমাসুরকে তাঁর বাহুদ্বয়ে দৃঢ়রূপে ধারণ করে ভূতলে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর দর্শনকারী স্বর্গের দেবতাদের সমক্ষে কৃষ্ণ তাকে, যজ্ঞের পশুকে যেভাবে বধ করা হয়, তেমনিভাবে বধ করলেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গ থেকে আমরা জানতে পারি যে, যজ্ঞের পশুদের শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়।

শ্লোক ৩৩

গুহাপিধানং নির্ভিদ্য গোপান্ নিঃসার্য কৃচ্ছতঃ ।

স্তূয়মানঃ সুরৈর্গোপৈঃ প্রবিবেশ স্বগোকুলম্ ॥ ৩৩ ॥

গুহা—গুহার; পিধানম্—অবরোধ; নির্ভিদ্য—ভঙ্গ করে; গোপান্—গোপবালকগণকে; নিঃসার্য—নিঃসারিত করে; কৃচ্ছতঃ—কষ্টকর স্থান হতে; স্তূয়মানঃ—স্তুত হয়ে; সুরৈঃ—দেবতাদের দ্বারা; গোপৈঃ—এবং গোপবালকদের দ্বারা; প্রবিবেশ—তিনি প্রবেশ করলেন; স্ব—তাঁর নিজের; গোকুলম্—গোকুলে।

অনুবাদ

কৃষ্ণ তখন গুহার প্রবেশপথের প্রস্তরখণ্ডের অবরোধ চূর্ণ করে আটক গোপবালকগণকে নিরাপদে নিঃসারিত করলেন। অতঃপর দেবতা ও গোপবালকগণ তাঁর মহিমা গান করলে তিনি তাঁর গোকুলে প্রত্যাবর্তন করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ‘কেশী ও ব্যোমাসুর বধ’ নামক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবৈদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।